তত্ত্বজ্ঞানী কে?

কৌষিকী দাশগুপ্ত

তুমি যাকে সেক্সুয়ালিটি বল আমি তাকে বলি পাউরুটি
চিবিয়ে চিবিয়ে বাঁচতে শিখেছি
চটকে চটকে কবিতাও লিখি
একশ শরীর নির্মান করি আর অসভ্য হয়ে উঠি
তুমি যাকে ডিসকোর্স বল আমি তাকে বলি অভ্যাস।
খিদের সময় থিয়োরি থাকে না,সব গিলে ফেলি জ্যাম জেলি চিনি,সেন্সরশিপ পুরোটাই।
তুমি যাকে ডিসিপ্লিন বল আমি তাকে বলি শয়তানি।
বেডরুম জুড়ে শয়তানি করি
মাখনে মাখনে মাখামাখি করি ঠাকুর ঘরের দরজায়।
তুমি যাকে ন্যারেটিভ বল আমি তাকে বলি নোংরামি।
কুলজি বিদ্যা,বডি পলিটিক্স, পেশাদারি কোনো পাগলাগারদ
সব ঝেড়ে ফেলি আইডেনটিটি,গয়না, ওড়না ,পালক
তুমি যাকে এসথেটিক বল আমি তাকে বলি সুড়সুড়ি।
খোলাবাজারে পোশাক বিক্রী আছে,নগ্নতা থেকে যৌনতা দামী
যৌনতা থেকে আমি।
প্যাকেটের গায়ে জ্ঞান মেরে রাখি
ব্যবহৃত হই,ব্যবহার করি
তুমি যাকে ভালোবাসা বল আমি তাকে বলি ন্যাকামি।

অদৃশ্য ময়ূর

কৌষিকী দাশগুপ্ত

সমস্ত বিখ্যাত মানুষ আসলে এক।
কেউ ডান দিকে তো কেউ বাঁ দিকে বিখ্যাত
কারুর সুখ বিখ্যাত, কারুর অসুখ।
কোন মানুষ আবার নিজেই জানেন না
তিনি ঠিক কি কারণে বিখ্যাত।
বিখ্যাত মানুষেরা জোৎস্ন্যা পান করেন
পান করেন সূর্য, অমরাবতীর রস।
বিখ্যাত মানুষের আকাশে কর্পূর বাতাসে চন্দন,
বিখ্যাত মানুষ জানতেও পারেন না,
চন্দন মানে অবসাদ
কর্পূর মানে সন্দেহ
বিখ্যাত নয় এমন কারুর রাগ, দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস।

বিখ্যাত মানুষের বাড়িতে একটা অদৃশ্য ময়ূর বাঁধা থাকে।
তার কর্কশ ডাক ভেসে আসে,
স্বর্গে, পাতালে, চায়ের দোকানে.....
যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে,
নাচ দেখায় সেই অদৃশ্য ময়ূর,
বৃষ্টি পড়ুক আর নাই পড়ুক,
ময়ূর নাচ চলে।
আমজনতা জানতেও পারে না
নাচতে নাচতে কখন সেই ময়ূরটাই বিখ্যাত হয়ে যায়।
অদৃশ্য ময়ূর আর বিখ্যাত মানুষ দুজনকেই একরকম লাগে তখন।

বিজ্ঞাপনের মেয়েটি

আপাতত মেয়েটির ব্যক্তিগত জিনিস দুটি।
টুথব্রাশ আর চিরুনি।

আরো কিছু জিনিস ছিল একান্ত নিজের।
নব্বই এর দশকে সেগুলি নিলাম হয়ে গেছে আকাশচুম্বী ডলারে।
টুথব্রাশ আর চিরুনি আগলে মেয়েটি বিজ্ঞাপনে।
‘আসুন, দেখুন, চেটে শুঁকে যেভাবে ভালো লাগে, একটি মেয়ের টুথব্রাশ,
একটি মেয়ের চিরুনি, এতেও গন্ধ পাবেন, ঠিক যেমনটি চাই আপনার।’
গত দশকে মেয়েটির দাম উঠেছিল বালো।
হাত , পা, মুখ নদীনালা, পাহাড় পর্বত, নানান রহস্য, লোভনীয় দাম,
শীতের দেশ বা গরম দেশ জিনিসগুলো দাম পেয়েছিল ভালো।
আপাতত মেয়েটির ব্যক্তিগত জিনিস দুটি।
এদুটো বেঁচতে পারলেই এ জন্ম শেষ।

সামনের জন্মে মেয়েটি যিশুর জন্ম দেবে।
সে তখন দেবী।
দেবীর কোল আলো করে থাকবে উদার অর্থনীতির পবিত্র সূর্যালোক।
সূর্যের আলো কি নিলাম হয়.
হতেও পারে।
টুথব্রাশ, চিরুনি আর আলো এই তিনটি জিনিস নিলাম হলে
মেয়েটিকে আমরা চিনতে পারব শহরের রাস্তায়, নিয়নের নীচে
উদাস বসে আছে একঝুড়ি কমলালেবু বেচবে বলে।

ডেডবডি

গভীর রাতে ওরা একটা ডেডবডি এনে বলল
ডাক্তারবাবু, লিখে দিন, মেয়েটি সুইসাইড করেছে।
নইলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব
ছাল উপড়ে নেব,
লিখে দিন।

তাকালাম।
একরাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল ঘর, ভেসে গেল বুক
আমার আকাশ।

লিখে দিলাম সব।
যেভাবে লেখা হয় হাসির গল্প
যেভাবে লেখা হয় প্রেমের গল্প
যেভাবে পেরেক পুঁতি আমরা
দেয়ালে দেয়ালে তৈরি করি ক্ষত,
শুধুমাত্র যিশুকে ঝোলাব বলে তৈরি করি ইতিহাস,
যেভাবে অসমাপ্ত কবিতার সামনে দাঁড়িয়ে ি
বিলাপ করেন কবি
সেভাবেই লিখে দিলাম সব।

জানি তো, প্রতিটি হত্যাই আসলে সুইসাইড
প্রতিটি সুইসাইড আসলে খুন।